I R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমান পুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০২ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৪২২
২রা, ডিসেম্বর ২০১৫
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

ড. মেহেদী হাসান কি রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রঘুনাথগঞ্জ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর প্রাধান্য পাচ্ছেন কি ড. মেহেদী হাসান ? বর্তমানে তিনি গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। বাড়ী জঙ্গিপুরের সম্মতিনগরে। এই সুবাদে মেহেদী হাসানের উপস্থিতিতে ২৯ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে, 'মুর্শিদাবাদ জনবিকাশ মঞ্চ'-র উদ্যোগে এক সভা হয়ে গেল। সেখানে ড. হাসান বাদে উপস্থিত ছিলেন 'কলম' পত্রিকার সম্পাদক আহাম্মদ হাসান ইমরান, জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রবল সম্ভাব্য প্রার্থী জাকির হোসেন ছাড়া এলাকার কয়েকজন বিড়ি প্রস্তুতকারক। প্রার্থী প্রসঙ্গে জনবিকাশ মঞ্চের কেউ কিছু বলতে পারেননি।

হাসপাতালের ভিতরের দখলদাররা উচ্ছেদ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালের ভিতরে বিশাল জায়গা দখল করে ভ্যান রিক্সার উপর তেলেভাজা,চা ইত্যাদি পসারি সাজিয়ে অনেকেই ব্যবসা করছিল। তার ওপর একাধিক প্রাইভেট এ্যাম্বুলেন্স, এ্যামবাসাডার চত্বর ঘিরে রাখছিল। অন্যান্য এ্যাম্বুলেন্স রোগী নিয়ে বা অন্যত্র রোগী স্থানান্তরিত করতে গিয়ে বাধা পাচ্ছিল। এই ধরনের অসুবিধা বর্তমানে লেগেই থাকতো। ২০ নভেম্বর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিশেরর সাহায্য নিয়ে ঐ সব দখলদারীদের এলাকা থেকে উচ্ছেদ করে দিয়ে হাসপাতাল চত্বরকে ঘিঞ্চিমুক্ত করে। এই সাফাই পর্যবেক্ষণ করে অনেকেই মন্তব্য করে---এসব ফুলতলা মার্কা সাফাই। সব দেখানো সাত দিনের। তবে হাসপাতাল চত্বরের ভিতর পুনরায় যাতে দখল না হয় তার জন্য পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে।

ত্রিদিব চৌধুরী মালটিপারপাস ট্রেনিং সেন্টার

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্টজন এ্যাম্বুলেন্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সংগঠনের নিজস্ব ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন প্রাক্তন সাংসদ মনোজ ভট্টাচার্য্য। ভবনটি জেলার অন্যতম নেতা "ত্রিদিব চৌধুরী মালটিপারপাস ট্রেনিং সেন্টার" নামে পরিচিতি লাভ করবে বলে বহরমপুরের মানুষ মনে করেন।

পাল্টির দলে বিজেপি নেতা ষষ্ঠী ঘোষও

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিশেষ সূত্রের খবর, বিজেপির দীর্ঘদিনের নেতা ধুলিয়ানের ষষ্ঠীচরণ ঘোষ চটজলদি তৃণমূলে যোগ দিয়ে মমতা ব্যানার্জীর উন্নয়নের সাথী হতে চলেছেন। এর আগে জঙ্গিপুর পুরসভার ডান ও বাম থেকে কয়েকজন কাউন্সিলার তৃণমূলে যাচ্ছেন বলে খবর আমরা দিয়েছি। ঐ খবরের কেউ কোন প্রতিবাদ করেননি। নিছক গুজব হলে তীব্র প্রতিক্রিয়া হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। রাজ্য বিজেপির রাহুল সিনহার এখন দুর্দিন চলছে। তাই পাওনাদারদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে ষষ্ঠীবাবু ডিগবাজি খাচ্ছেন বলে এলাকায় গুঞ্জন উঠেছে।

কুঠি বাড়ীতে পাচার করা গরু মজুত হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা :রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটায় ওয়াকফ সম্পত্তি কুঠি বাড়ীতে ইনডেন গ্যাস সিলিণ্ডারের পূর্বতন ফাঁকা গোডাউনের মধ্যে সারা দিনমান ধরে গরু-মোষ মজুত রাখা হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে নিয়ে আনা গরু-মোষ সকাল থেকে সন্ধ্যে হওয়া পর্যন্ত ওখানে আটক

(৪ পাতায়)

দীর্ণ ভাগীরথী সেতু

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের সেতুবন্ধন ভাগীরথী সেতু অবহেলা ও তদারকির অভাবে আজ দীর্ণ হয়ে পড়েছে। দু'পারেই সেতুতে ওঠার মুখে বড় বড় গর্ত। এর ফলে যে কোন যানবাহনই সেতুর ধার ঘেঁষে অক্ষত রাস্তার ওপর দিয়ে চলাচল করতে ব্যস্ত। যার জন্য যে কোন সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪২২

নিরাপত্তাহীনতায়

কলিকাতা কল্লোলিনী হইতে পারে–সে তো মহানগরী। বহুজাতিক মানুষের সমাগম, উপস্থিতি, বসবাস সেইখানে। নানা কাজে আসা যাওয়া মানুষের ভিড় সকাল সন্ধ্যা নিত্যদিন তাহার বুকে আছড়াইয়া পড়িতেছে। তাহার সহিত পাল্লা দিয়া চলিয়াছে যান আর যানবাহন। চারিদিকে শুধু ব্যস্ত মানুষ, মানুষের গতিচঞ্চল ব্যস্ততা। হইতেই পারে। কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই। কিন্তু মফঃস্বল শহর ! তাহার দেহেও পরিবর্তনের বহু নামাঙ্কিত নামাবলী। যত্রতত্র বসত আর বসতিতে শহরের নাভিশ্বাস। মানুষে মানুষে শহরের পথঘাট একপ্রকার ছয়লাপ। সেতুর কল্যাণে যানবাহনের বিরামহীন গতিসঞ্চার এবং গতিময়তা পতের নিরাপত্তায় সদাশঙ্কা। শহরের ভৌগোলিক চেহারায় অনেক পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন। বাড়িয়াছে জনসংখ্যার চাপ এবং তাহার সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে যান আর যানবাহন। শহরের অল্প পরিসর রাস্তায় তাহাদের জট আর জটলা। দেখিয়া মনে হয়––'যেন জন-সমুদ্রে নেমেছে জোয়ার'। যানবাহনের বেপরোয়া গতিভঙ্গে উচ্চকিত উচ্ছ্বাস। বিশেষ করিয়া হেলমেটবিহীন মোটর-সাইকেল আরোহীদের ব্যস্ত সময়ে শহরের পথে পথে তুরীয় গতিতে চলাফেরা। শহরবাসী শিশু-বৃদ্ধদের প্রয়োজনে চলাফেরায় এখন রীতিমত নিরাপত্তাহীনতা। আর যাহারা পথচারী সাধারণ পদাতিক তাহাদেরও শঙ্কা-আশঙ্কা কম নয়। তাহাদের আঘাত পাওয়া ও আহত হওয়া নিত্যদিনের জলভাতের মত একটা তুচ্ছ ব্যাপার মাত্র। মানবিকতা এখন কর্পূরের মত উদ্বায়ী বস্তু। আরোহীরা গতির নেশায় বুঁদ হইয়া চলিতে গিয়া পথচারী কোন মানুষকে আঘাত করিয়া সামান্য সৌজন্যটুকু প্রকাশ করিবার প্রয়োজন বোধ করে না। দেখা যায় মোটরচালিত দ্বিচক্রযানের আরোহীদের অনেকেই আঠারোর অনূর্দ্ধ। প্রায় প্রতি যানে আরোহীদের সংখ্যা তিন। স্কুল কলেজগামী ছাত্রীদের চলার পথে বিশেষ করিয়া তাহাদের আনাগোনা। তাহার সহিত চলে তাহাদের টিজিং এবং অশালীন মন্তব্য। অভিভাবকেরা এই বিষয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন এবং রোমিওদের জট-জটলায় উঠতি বয়সী অরোহীদের মাত্রাহীন উৎপাত ভারাক্রান্ত শহরের বুকে অন্য এক মাত্রা সংযোজন করিয়াছে। প্রশাসন এই বিষয়ে সচেতন না বলিলেই চলে।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

আধুনিক বাংলা গানের চড়াই-উৎরাই প্রসঙ্গে

গত ১লা অগ্রহায়ণ ১৪২২-এর সংখ্যায় প্রকাশিত সাধন দাস লিখিত "আধুনিক বাংলা গানের চড়াই-উৎরাই" শীর্ষক প্রতিবেদনের জন্য প্রথমেই শ্রীদাম ও সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই এই ধরনের একটা ভিন্নস্বাদের রচনা লেখা ও প্রকাশের জন্য। এই প্রসঙ্গে দু-একটা কথা বলার জন্য এই পত্র প্রতিবেদক অবাক হয়ে চিন্তা করেছেন বাংলা কবিতা ত্রিশের দশকে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়েছিল এবং তাতে সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনার প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু বাংলা গানের ক্ষেত্রে সে-রকমটা দেখা যায়নি। সত্যি কথা বলতে কী, বাংলা কবিতা রবীন্দ্র ভাবধারা যুক্ত হওয়া, তার ভাষা-ছন্দ আঙ্গিক বিষয়বস্তু ইত্যাদি নিয়ে ভাবনা চিন্তাটা বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক-অধ্যাপক ইত্যাদি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেখানে আপামর বাঙালির বিশেষ একটা প্রবেশাধিকার নেই। অপরদিকে বাংলা গান লেখা, গাওয়া ও সুর দেওয়া হয় সাধারণ মানুষের জন্য। তাই সেখানে বিষয়বস্তু নিয়ে খুব গভীরে যাওয়া হয়না। সমসাময়িক ঘটনা তো দূর। গানগুলি আরও পিছিয়ে নিয়ে বাঙালির প্রাণের সম্পদ বৈষ্ণবপদাবলী আদর্শে লেখা হয়েছে। তাই সেখানে 'শ্যামের বাঁশি', 'যমুনানদী', ললিতা পিশাখা-দের কথা বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে।–

'বাঁশি কেন গায়/আমারে কাঁদায়', রঙ্গিলা বাঁশিতে কে ডাকে, 'ললিতা গো ওকে আজ চলে যেতে বলনা', 'হায় রে পোড়া বাঁশি' 'হায়রে কালা ! একী জ্বালা'। "ললিতা-বিশাখা-সখী-সজনী" ইত্যাদি অসংখ্য উদাহরণ আছে।

প্রতিবেদকের কথায় একটা দীর্ঘ সময় এ সঙ্গীত প্রেমী আপামর বাঙালি এই গানগুলিতে একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন ছিল। কথাটা আংশিক ঠিক হলেও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কেননা বাংলার গানের জগৎটা শুধু আধুনিক গান নিয়ে সমৃদ্ধ হয়নি। সেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি অতুলপ্রসাদের গান, নজরুলগীতি, শ্যামাসঙ্গীত, পল্লীগীতি, লোকগীতি, পদাবলী কীর্তন, বাউল সঙ্গীত, ভাটিয়ালি গান, রাগ প্রধান গান ইত্যাদি মনি-মানিক্যে ভরপুর। এই সমস্ত ভিন্নস্বাদ ও ভিন্নসুরের গানেও বাঙালি মসগুল ছিল ও আছে। সবশেষে 'তুমি আমি' বিষয়ে একটু আলোচনা। আধুনিক গানে সব 'তুমি' যে তার কাছের মানুষটি এই ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে না। সেখানে এই তুমি হয়ে উঠে পরম করুণাময় ভগবান। লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে যখন সেই বিখ্যাত গানটি শুনি তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না–"তোমাতেই সব আর সবতেই তুমি, তোমাতেই পর্বত নদী মরুভূমি।" অথবা "অপরূপা অসীম নীলাভে তুমি অনন্ত"। দেবব্রত সেন, রঘুনাথগঞ্জ,

২

নাগরিক মঞ্চ নিয়ে অপপ্রচারের প্রতিবাদ

আমরা রাজনৈতিক মেরুকরণের ঊর্দ্ধে মানুষের কিছু কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে ও একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে এই মঞ্চ তৈরি করেছিলাম। বহু মানুষ, শিল্পী, পৌরসভা এবং সংবাদ মাধ্যম আমাদের সঙ্গে আছে। বিরাট কিছু না পারলেও সীমিত ক্ষমতায় আমরা স্বামীজীর বিশাল ধাতব মূর্তি বসিয়েছি। ঐ স্থানটি 'বিবেককুঞ্জ' নামে পরিচিত হচ্ছে। বিভিন্ন সংস্থা বিশিষ্ট দিনে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসছেন। স্থানীয় রামকৃষ্ণ সংঘ বিশেষ নজর দিয়েছে। আমরা লালগোলার মহারাজার দান করা ম্যাকেঞ্জি হলটি বেআইনিভাবে বিদ্যুৎ দপ্তরের ঠিকাদারদের দখল থেকে উদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। পার্কটি গাছপালা ও বসার জয়গা দিয়ে সাজাতে গিয়ে বাধা পেয়েছি। ইতিমধ্যে পৌরসভা দেড় লক্ষ টাকা সাহায্য করেছে। ঐ টাকা থেকে ছয় হাজার মতো খরচ হয়েছে। মূর্তিটি বসানোর

কোন্ পরিবর্তন গণতন্ত্রে কাম্য ?

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

সারা পৃথিবীতে খুবই সফলভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৃটেন, আমেরিকা ইত্যাদি পাশ্চাত্য দেশে। যাদের আমরা ধনতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী বেনিয়া নানা শব্দে ভূষিত করি তারাই কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্রের পূজারী। বৃটেনে তো প্রতি ভোটেই একেবারে উল্টেপাল্টে দেওয়া হয়। আমেরিকায় ইরাক, ইরাণ, আফগানিস্তানে সরকারের আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদে লাখো মানুষ রাস্তায় নেমে মিটিং মিছিল করে, বই লেখে। বাঁধাধরা ভাবে মানুষকে "দলের" করে রাখা, অন্ধ সমর্থক করার মরিয়া টানাটানি, মতুয়া আর ফুরফুরার লটাপটি,–নির্লজ্জ ও নৃশংস হানাহানিও সেখানে লক্ষে পৌঁছানোর একটা বহু অনুসৃত রাস্তা, সে দেশটার নাম অবশ্যই ভারত। তার অন্যান্য বহু রাজ্যে যদিওবা দীর্ঘ অন্ধকারের পর আলোর রেখা দেখা যায়, পশ্চিমবাংলায় কখনো নয়। উড়িষ্যা, বিহারও যেখানে উল্টেপাল্টে দেয়, ক্রিমিন্যাল, চরিত্রহীন মাফিয়াদের দলের পতাকা ও সিম্বলকে ছেঁড়া-জুতোর মতো ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাদের সময় লাগেনা, যারা চাল, গম, ঠিকাদারী, চাকরী ইত্যাদি পাইয়ে দেওয়া দেওলিয়া রাজনীতির কাছে মাথা বিক্রি করে দেশ বা রাজ্যকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়না দুর্ভাগ্য এই, তারা সবাই ভিন রাজ্যের বাসিন্দা––এ রাজ্যের নয়। পরিহাসের এটাই যে, এই রাজ্যেই কিন্তু জন্মেছিলেন––বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনী, সুভাষ ! এঁদের বাণী––জীবনী ছাত্রযুবকরা কতটা নিলো তা দেখার কেউ নাই। এঁদের ছবি পার্টি অফিসে টাঙ্গিয়ে আর সিনেমা তৈরী করে খেলো অনেকেই। দেশ বিদেশের পুরস্কারও জুটলো তাদের। ডি-লিট এ ছেয়ে গেল পোড়ার দেশ। আদর্শই তো ডিলিট হয়েছে জীবন থেকে। তবু হাওয়া তোলার চেষ্টা হচ্ছে––পরিবর্তন চাই। তাও আবার পশ্চিমবাংলায়। এটা জনজনার্দনের স্বার্থে পরিবর্তন না দেশের সুরক্ষা-শান্তি-সুস্বাস্থ্যের জন্য পরিবর্তন ? নাকি যারা ডাঁটা শুদ্ধ গিলে ভরা পেটে নড়তে পারছেনা তাদেরকে

(৩ পাতায়)

সময় একটি মাত্র রসিদ বইতে ৭২ হাজার টাকা মতো তুলে খরচ করা হয়েছিল। ভাউচারসহ সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসাব ১৫/০৩/১৪ তারিখের সভায় সম্পাদক চিত্ত মুখার্জী পেশ করেছিলেন।

খুবই দুঃখের ব্যাপার, ব্যক্তিগত আক্রোশে চিত্তবাবুর বিরুদ্ধে কিছু কথা কেউ অনেক নাগরিককে বলছেন,যাতে মনে হয় মঞ্চের অর্থ নয় ছয় করেছেন। অথচ ঐ সময় তিনি ১০ হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। মঞ্চের অর্থ নিয়ে কুৎসা রটানোর জন্যে আমরা নীরব থাকতে পারলাম না। ঐ কুৎসার তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমাদের কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধে অর্থ তছরূপের কোনন প্রমাণ যদি কারো কাছে থাকে, তিনি সরাসরি লিখিত অভিযোগ করতে পারতেন।

কাশীনাথ ভকত (সভাপতি)

সনৎকুমার ঘোষ (কোষাধ্যক্ষ) জঙ্গিপুর নাগরিক মঞ্চ

সাহিত্যের প্রভাব

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব সামান্য নয়। জাতি হিসাবে কে কত উন্নত, কত সভ্য–এক একটা জাতির সাহিত্যই তাহা স্পষ্ট করিয়া লিয়া দেয়। সত্য কথা বলিতে কি, সাহিত্যই জাতির সভ্যতা নির্ণয়ের মাপকাঠি। জাতি গঠনে সাহিত্য যতটা সহায়তা করে তেমন আর কিছুতে করিতে পারে না। সুতরাং যাঁহারা সাহিত্যিক তাঁহারাই জাতীয় জীবন গঠনের প্রধান পুরোহিত, তাঁহারাই জাতীয় জীবনে নব নব ভাবধারা আনয়ন করিবার অগ্রদুত।

একটা জাতি কেমন করিয়া ভাবে, কেমন করিয়া চিন্তা করে তাহার সাক্ষ্য পাই আমরা তাহাদের সাহিত্যের ভিতরে। সাহিত্যই হইতেছে জাতির সমষ্টিগত চিন্তাধারার বাহ্য প্রকাশ। বঙ্কিম যেদিন লিখিয়াছিলেন--'বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'--সেই দিন বুঝা গিয়াছিল যে বাঙ্গালী জাতি বড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাই তাহার শক্তিসাধনা করা আবশ্যক। সেই যুগে কবি হেমচন্দ্র গাহিয়া ছিলেন--"জন কত শুধু প্রহরী পাহারা, দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধাঁ'--আত্ম শক্তিতে অবিশ্বাসী ভীরু বাঙ্গালী জাতির মন হইতে মিথ্যা জুজুর ভয়কে তাড়াইয়া দিবার জন্য ঐ মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীত গাহিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি আরো বলিয়াছেন--

"একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে
কর দৃঢ় পণ এ মহী মণ্ডলে–
জগতে যদ্যপি বাঁচিতে চাও।"

বাঙ্গালী জাতি কেমন করিয়া জগতে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে সেই উপায় কবি তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া দেশবাসীকে জানাইয়া দিয়াছিলেন।

তার পরের যুগে বলা হইয়াছে--"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ।" দেশের ভিতরে, জাতির ভিতরে মানুষের মত মানুষ নাই বলিয়াই আজ আমাদের এই দুর্গতি। কবি অন্তরে অন্তরে ইহা অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই অন্য সকল দুঃখকে ভুলিয়া সকলকে 'মানুষ' হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

স্বদেশী যুগে বলা হইয়াছিল--"বাংলার ঘরে যত ভাই বোন এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান !"

বিগত পঞ্চাশ বছরের বাংলা সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় ইহার প্রধান সাহিত্যিকগণ সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমগ্র জাতিকে নানাদিক দিয়া, নানা কবিতায়, প্রবন্ধে, উপন্যাসে জাগ্রত করিয়া, নব ভাবে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে বহু চেষ্টা করিয়াছেন। আজ বাঙ্গালী জাতির ভিতরে যে জীবনের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতেছে, দেশপ্রীতি যে জিনিষ বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত ছিল তাহাই আজ সকলের হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে--ইহা করিয়াছে কে ? মাইকেল, বঙ্কিম, হেম, দ্বিজেন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় কি ইহার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন নাই ?

আজ সাহিত্য-কুঞ্জে, মা ভারতীয় শ্বেতপদ্মবনে ঐরাবতের তাণ্ডব নৃত্য সুরু হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই আন্তরিক দুঃখ অনুভব করিতেছি। একদল বলিতেছেন যে সাহিত্যের ভিতরে আজ যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, ইহা যৌবনের লক্ষণ এবং এই যৌবন চাঞ্চল্যই জীবন-ধর্ম। স্বীকার করি জীবন থাকিলেই সেখানে চঞ্চলতা আসিবে কিন্তু সেই চঞ্চলতার ভিতরে যদি উচ্ছৃঙ্খলতা কিম্বা বিলাসপ্রিয়তা প্রকাশ পায় তবে তাহাকে কিছুতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না। আজ আমাদের সাহিত্যে তারণ্যের দোহাই দিয়া যাহা ঘরে ঘরে বিতরিত হইতেছে তাহা শুধু স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারেরই নামান্তর মাত্র।

মনে রাখিতে হইবে আমরা পরাধীন জাতি। পরাধীন জাতির বিলাস লীলা কি সাহিত্যে, কি শিল্পকলায় কোনখানেই শোভা পায় না। শৃঙ্খল পায় কয়েদীর জেলখানায় বসিয়া ফুল শয্যা-বিলাস হাস্য রসেরই সৃষ্টি করে।

যে পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে আজ এই চপলতা আমাদের সাহিত্যে আমদানী করা হইতেছে তাহারা সবাই স্বাধীন, তাহারা যেমন জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত তেমনি ত্যাগে বীরত্বে আমাদের চেয়ে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং যাহা অনুকরণ করিলে জাতীয় কল্যাণ সাধিত হইবে, পরাধীন মনুষ্যত্বহীন জাতির মেরুদণ্ড দৃঢ় হইয়া জাতিকে প্রকৃত 'মানুষ' করিয়া গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইবে, আমাদের সাহিত্যিকগণের সেই চেষ্টাই করা একান্ত কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

সাহিত্যই জাতিকে গড়িয়া তোলে। সাহিত্যের প্রভাব জাতীয় জীবনে সামান্য আধিপত্য বিস্তার করে না। রুষ সাহিত্য, ফরাসী সাহিত্যই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

আমরা সবুজ সাহিত্যিক উপেক্ষা করিতে চাহি না কিন্তু তরুণ সাহিত্যিক বৃন্দের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা--তাঁহারা দেশের এবং জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণ ভাবিয়া লেখনী চালনা করিতে অগ্রসর হউন–দেশে 'মানুষ' গড়িয়া উঠুক, সাহিত্য সাধনা সার্থক হউক। (প্রকাশকাল : ১৩৩৫)

কোন পরিবর্তন.....(২ পাতার পর)

লাথি মেরে ফেলে দিয়ে আর একদল উপোসী ছারপোকা যাতে রাজ্যের দখল নিতে পারে তার জন্য পরিবর্তন ? পরিবর্তনটা কেনমতরো চাই এবং কারা চায় ? বাঘ বা হায়নার গায়ের উটকো গন্ধে একদল ফেউ নাকি একটু দূরত্ব রেখে রেখে চলে। কিছু জোনাকীও ওদের গায়ে বসে। ইদানিং কিছু বুদ্ধিজীবী যারা একটা সময় সুকান্ত-শরৎচন্দ্র সাজার চেষ্টা করে এবং তা না পেরে বামপন্থীর বটতলা গরম করা বই, যাত্রা, সিনেমা, ছড়া বানিয়েছে, সাহিত্যিক বলে পুরস্কৃত হয়েছে সুকান্তের ভাইপোর কাছে, ওরা ধরে নিয়েছে বুদ্ধব্যাঙ আর নাও বাজতে পারে, মমতা ব্যাঙের বাজার এসে গেল। তারা রাতারাতি চুল উস্কোখুস্কো করে, দাড়ি রেখে, বাউলের মতো আলোয়ান চাপিয়ে পরিবর্তন চাই বলে জয়মা মমতাকী বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ৫০ X ৫০ ফেক্সেও এতসব বুদ্ধিজীবী আটছেনা। এদিকে রাজ্যের সাহিত্য তো প্রায় নাভির নীচ দেশে ঘোরাঘুরি করছে, নাটক তো সমুদ্রপারের ছাপ না থাকলে বিকোয়না, নভেলগুলো পর্ণগ্রাফী। ব্যতিক্রমী অল্প কিছু লেখক লেখিকা বাদ দিলে আজকের সাহিত্যের আকাশে যারা জ্যোতিষ্ক হয়ে সম্মানিত তাঁরা প্রায় সবাই উলঙ্গ রাজার বা রাণীর স্তুতি গানে ব্যস্ত। পরিবর্তন চায় তাদের যারা দিল্লী থেকে, কোলকাতা থেকে মোটা টাকার পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, ভারতরত্ন, রায়চাঁদ, প্রেমচাঁদ, অস্কার, রবীন্দ্রপুরস্কার সব নিতে চায়। বস্তির কথা, এঁদো গলির কথা, স্লামডগদের কথা যতো রাজ্যের বা দেশের খারাপ দিক আছে তাকে খাদ থেকে তুলে এনে বিশ্বের ঝাঁ চকচকে দরবারে সশব্দে ফেলার ঠিকাদারী নিয়ে ভারতের শেষ গৌরবটাও কেড়ে নিতে তারা ব্যস্ত। এটা করতে পারলে বিদেশের বহু সংস্থা আছে যারা এইসব পরশুরামদের জন্য পুরস্কারের ডালা সাজিয়ে বসে আছে। দুর্ভাগ্য এই দেশের যে তাতে একটা সময় ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়ও পা দিয়েছিলেন। বাংলার মতো এত আঁতেল, এত কবি, এত কুঁড়ে, এত বেইমানই বা কোথায় ? নিজেদের স্বার্থে পরিবর্ত্তন চায় নেতানেত্রীরা। তুই এতদিন খেলি এবার আমায় দে। তুই হাড় চিবোতে পারিসনি। দাঁতের জোর কমেছে সরে যা। আমরা হাড়ও চিবিয়ে ছাতু করে দেব। তাই পরিবর্তন চাই। একটা পঞ্চায়েৎ, একটা জেলা পরিষদ নিয়েই দেখিয়ে দিয়েছি গোষ্ঠিবাজীর কেচ্ছা, লুঠের লটবহর, তালা ঠোকাঠুকি। এবার লোকে দেখবে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই রাইটার্সের গেটে তালা মেরে ভুঁড়ি ও হাইড্রোসীলওয়ালা কনেষ্ট গোপালের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন করছে। পরিবর্ত্তন চাই। সেই সুব্রত, সেই সৌগত, সেই সুদীপ, সেই সোমেন আবার মন্ত্রী হবে--রাইটার্সে যাবে। হাতের বোতলটার লেবেল আলাদা থাকবে মাত্র। পরিবর্তন চাই। একটা তাপসী মালিকের ছবি নিয়ে মাতিয়ে দিলো যে সব দল বা মানবতাবাদী সংগঠন, জঙ্গলমহলের ডজন ডজন মৃতদেহের মিছিলে তাদের ঘুম ভাঙ্গেনা। গীটার হাতে প্রায় বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করতে জাত খুইয়ে যে ন্যাড়া বিপ্লবের গানে চ্যানেল মাতায়, সে ঐ সব পরিবারের কান্না শুনতে পায়না। ওরা সবাই কি সুদখোর, ধর্ষক অথবা জন-জাগরণের এটা শত্রুর তাহলে আগে ঠিক হোক, কিছু খুন--তা যদি এই পরিবর্তনের জন্যেই হয় তা সমর্থনযোগ্য। 'এটা তো হতেই পারে।' আর কিছু খুন, তা যদি ঐ বরাতি পরিবর্তনের উল্টো হয় তার বিরুদ্ধে মিটিং মিছিল করো। আমার গদী দখলের লড়াইটা বিপ্লব। ওদের গদী রাখার লড়াইটা হার্মাদগিরি।

(৪ পাতায়)

কোন পরিবর্তন.....(৩ পাতার পর)

গান বাঁধো-ধূলো ওড়াও-মাছ ধরো।

পরিবর্তন চাই কেমন– যে পরিবর্তন রাজাকে বা রাণীকে সমস্ত তোষায়মোদ থেকে দূরে রাখবে, যার ধ্যানজ্ঞান ব্রত হবে দেশের ও জনতার উন্নয়ন। সকলের কল্যাণ যার লক্ষ্য হবে। জাতপাতের দোহাই দিয়ে যে মস্তিষ্ক দেশমাতাকে টুকরো করেছে তারাই ভিতরে ভিতরে শতধা বিভক্ত করার ছক প্রায় সেরে এনেছে, এদের কড়া হাতে প্রতিরোধ করতে এক মিনিট লাগবেনা আইন পাল্টাতে। সে পরিবর্তন চাইছি কি আমরা ? আমরা চাইছি কি ঠিকাদারীর নামে আমার ছেলেও যদি শ্যালাইনে, ইনজেকশনে জল ভরে, আমার দলের নেতা যদি দেশের রাষ্ট্রীয় তথ্য পাচার করে ধরা পড়ে, দিল্লীর অফিস থেকে রাতারাতি আর ডাটা সম্পন্ন কম্পিউটার চুরিতে যদি আমার দলের বিজ্ঞানী মেয়ে আর মদের বিনিময়ে ফেঁসে যায়, কোনও মন্ত্রী বা নেতা যদি শুধুমাত্র ভোটে জেতার স্বার্থে দেশের পরম্পরা ও সংস্কৃতিকে খুন করে তাহলে তাকে জনআদালতে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হবে ? যা প্রতিটি ইসলামিক ও কম্যুনিষ্ট দেশে আছে। দেশ রক্ষায় বাধা কারা আমরা সবই জানি, চাঁদা ও ভোটের জন্য বলিনা। আমরা সেই পরিবর্তন চাইছি যেখানে মস্তানী ও মুনাফার কোনও মাত্রা নেই। মানুষের জন্যে বরাদ্দ অর্থ যে যে সরকারী অফিসার, মন্ত্রী, নেতা মেরে খেয়েছে, রাস্তার টাকা, চালের টাকা, হাসপাতালের টাকা, স্কুলের টাকা, পঞ্চায়েতের টাকা--মিথ্যা ভাউচার আর মাষ্টার রোল করে সব গিলেছে এতদিন, তাদের পেটে পা চাপিয়ে সুদ সহ বের করে নেবার আইন বানাতে কি পরিবর্তন চাইছি ? রাইটার্সে না যেতেই যারা একদুটো পঞ্চায়েতে যেভাবে পয়সা মারার কেরামতি দেখিয়েছে তাদের সঙ্গে তথাকথিত হার্মাদের এক পাল্লায় ওজন করার মতো হিম্মৎ কোনও পরিবর্তনওয়ালা বা ওয়ালীর কলিজায় আছে কী ? না, কখনো ঐ পরিবর্তন চাই না। এলোমেলো করে দে মা লুটে পুটে খাই। পরিবর্তন চাই ! আমি হুটার বাজিয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে যাবো এখন তোমরা তাকিয়ে দেখো।

বুদ্ধবাবু বরং আপনিও ওদের দলে চলে যান। আপনাকে ওদের দলের কালচার মতো কম করে কোলকাতা জেলা কিমিটির সভাপতিটাই বানিয়ে দেবে। সঙ্গে ২/৫টা চুল দাড়িওয়ালা রামছাগল এবং সিনেমার পর্দার নাচনেওয়ালা, গানেওয়ালী নিয়ে যান। তারা ২/৪ বছরে এম.এল.এ ; এম.পি. হয়ে যাবে মনে হয়। চটকদারী রাজনীতি বাংলাকে আরো কিছুদিন ন্যাংটো করে ছাড়বে। এভাবে বিরোধীদলের বেঞ্চে বসলে বহু দেরী হবে আপনার আবার রাইটার্সে ফিরতে। তার থেকে বরং ঐ দুনিয়ার ডাস্টবিন শতমূলে চলে যান। ফিরতে পারবেন তাড়াতাড়ি। একটু পাল্টে নেবেন। কেউ মারা গেলেও তাকে আপনারা ফুল দিয়ে কিল দেখান। এবার না হয় ফুল দিয়ে প্রণামটা করবেন। ছেঁড়া খদ্দরের কিছু পাঞ্জাবী পাতলুন এখনো সুদীপ, সোমেনের ঘরে আছে, ওগুলো আনিয়ে নিন। সেপটিপিন লাগানো মুগুর চপ্পল তো আপনার দলের নিচুতলার কারো নেই, বোলেরো টাটাসুমোর সওয়ারী বেচারারা। ওটাতো একজোড়া চাই,পরিবর্তন চাই যে ! কথাটা আপনাকেই বললাম দেখবেন কোনও দাদা, দিদি যেন জানতে না পারে।

আমিও এক সময় পরিবর্তন চাইতাম। যে পরিবর্তন চেয়েছিল অগ্নিযুগের মাথামোটা বিপ্লবীরা, ফাঁসি-গুলি খেয়ে যারা মন্ত্রী হতে পারলো না। পরিবর্তন চেয়েছিলেন সুভাষ বোস, শ্যামাপ্রসাদ, করিমভাই চাগলা, তা আজো কাঙ্খিত। কিন্তু অধরা পৃথিবীর প্রায় সব দেশ স্বাধীনতা পেয়ে তার ঔপনিবেসিক দাসত্ব মানসিকতা কাটিয়ে দেশকে গড়ে চলেছে। যে সমস্ত দেশ ভারতের একটা জেলার সমান, তারা খেলায়, যুদ্ধে, অর্থনীতিতে বিশ্ব জয় করছে। আমরা পারিনি। দেশকে দুর্বল করা, চিরস্থায়ী সমস্যায় ডুবিয়ে ভোট কিনতে যাবতীয় নষ্টামি করা নেতাদেরকে জাতীয় নেতার মর্যদা দিয়েছি। ফল ভুগতে হচ্ছে। ব্যাড পিপল্ ব্যাড গর্ভমেন্ট তৈরী করে। তবে পিপল্ এর মত নিয়ে ব্যালটে ছাপটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পড়েনা। টাকা, ঠিকাদারী, প্রাণে বাঁচার আতঙ্ক, দলদাসত্ব তাকে নির্দিষ্ট স্থানে ভোট দিতে বাধ্য করে। এটা গণতন্ত্র নয়, রাষ্ট্রীয় শোষণ। পরিবর্তন আসছে। আসতেই হবে। রাত্রি ভোর হবে। সে লক্ষণ দেখাও দিচ্ছে। এত মনীষীর সাধনা, স্বপ্ন, এত অগ্নি শিশুর রক্ত কোথাও কোন দেশে বিফলে যায়নি, ভারতেও যাবেনা। এমন পরিবর্তন আসছে তার প্রখর সূর্য্যালোক আজকের নেতা-নেত্রী নামধারী পেঁচারা সহ্য করতে পারবেনা। জাতিকে কাপুরুষতা পেয়ে বসেছে। তাই বিধাতার মার নেমে এসেছে। অসহিষ্ণুতার দোষে ভারতকে জেগেছে যারা, সহিষ্ণুদের দয়ায় তারা বেঁচে থাকবে। (২০১১ সালে প্রকাশিত)

কুঠি বাড়ী.....(১ পাতার পর)

থাকছে। সন্ধ্যের অন্ধকার নামলেই সারিবদ্ধভাবে জনকল্যাণ সমিতির গা ঘেঁষে সীমান্ত এলাকায় চলে যাচ্ছে। নদীতে গরু পার করার জন্য এলাকার কিছু ঘোষ সম্প্রদায়ের লোকজন ও অল্প বয়সী যুবকেরা নেমে পড়েছে। বালিঘাটার বাসিন্দারা সবাই নীরব দর্শক।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া মেন রোডের উপর গোয়ালপাড়া গলি ঢোকার একটি বাড়ী পরে একটি পাকা দোতলা বাড়ী বিক্রয় আছে।
যোগাযোগ– ৯৭৩২৯৪০৫১১, ৯৪৩৪৫১৪৩১৭

পাত্র চাই

M.A. 26 + 5, 2, সুশ্রী, ফর্সা, স্লিম, ঘরোয়া মাহিষ্য দাস (Caste) পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। মালদা ও মুর্শিদাবাদ অগ্রগণ্য।
Mob : 9475155696

ভিটি জমি বিক্রয়

শ্রীকান্তবাটী মৌজায় বড় রাস্তা সংলগ্ন সাড়ে ছয় শতক ভিটি (রেকর্ডে বাড়ী) জমি বিক্রয় আছে। আগ্রহী ক্রেতাগণ সরাসরি এবং সত্ত্বর যোগাযোগ করুন। দালাল নিস্প্রয়োজন। Mob : 9434400035

আগামী সপ্তাহে জঙ্গিপুর সংবাদ বন্ধ থাকবে।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
আমরা ক্রয়ের উপর ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি
গহনা ক্রয়ের উপর ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।